ভোরের কাগজ

NOV. 04 2002

বোর্ডের বই ছাপানো সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ

গত ২৫ অক্টোবর ২০০২ ভোরের কাগজে প্রকাশিত 'অভিযুক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হচ্ছে বোর্ডের বই ছাপানোর কাজ' শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে সরকার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং এবং বলাকা প্রেস এন্ড পাবলিশিং-এর পক্ষে আবু নাসের সরকার এবং আবুল কাসেম সরকার।

দুটি প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন লেটার হেডপ্যাডে পাঠানো ঐ প্রতিবাদপত্র দুটিতে বলা হয়েছে, ভোরের কাগজে ছাপানো সংবাদটি ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও বানোয়াট। প্রায় অভিন্ন ভাষায় প্রতিবাদপত্র দুটিতে আরো বলা হয়, প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রে অংশগ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নরওয়ে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের পিটিআই ও সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য শিক্ষা নীতি ও কৌশল বইখানি মুদ্রণ করে যথাসময়ে সরবরাহ সম্পন্ন করা হয়েছে। সুতরাং তাদের সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্য কে বা কারা এ ধরনের ভিত্তিহীন খবর প্রকাশ করেছে। তাছাড়া প্রতিবেদনে সরকার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং এর মালিক হিসেবে আবুল কাসেম সরকারকে উল্লেখ করা হয়েছে যা সত্যের অপলাপ।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

সরকার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং এবং বলাকা প্রেস এন্ড পাবলিশিং এই প্রতিষ্ঠান দুটোর নাম ভিন্ন থাকলেও ঠিকানা একটি। ভোরের কাগজের পক্ষ থেকে মোঃ আবুল কাশেমের সঙ্গে দুটো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই কথা হয়েছে। তিনি প্রতিষ্ঠানটির (সরকার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং) মালিক নন তা একবারও প্রকাশ করেননি।

নরওয়ে প্রকল্পে কাগজ কেলেঙ্কারি প্রসঙ্গে মোঃ আবুল কাসেমকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার না করে বলেছিলেন, এসব বিষয়ে তার অফিস এবং ম্যানেজার সব বলতে পারবে।

আবুল কাসেমকে নরওয়ে প্রকল্পের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই দুটি প্রতিষ্ঠান কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে কি না এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন এ বিষয়েও তিনি বিশেষ কিছু জানেন না।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠান দুটো একই ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে এবং আবু নাসের সরকার (যিনি সরকার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং-এর মালিক হিসেবে দাবি করেছেন) ও আবুল কাসেম সরকার আপন দুই ভাই এবং প্রতিষ্ঠান দুটোর পরিচালনায় দুজনেই দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিবেদটিকে বানোয়াট হিসেবে অভিযোগের জবাবে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় 'নরওয়ে সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা : নীতি ও কৌশল এবং ইসলাম ধর্ম বই দুটো এই দুটি প্রতিষ্ঠান ঠিক সময়ে জমা দিলেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই বই দুটোতে ব্যবহৃত ২ হাজার ২২০ রিম কাগজের সবটাই প্রাথমিকের জন্য নির্ধারিত সবার জন্য শিক্ষা মনোগ্রামযুক্ত কাগজ ছিল। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে এনসিটিবির পক্ষ থেকে তদন্ত করা হয়েছিল, প্রতিবেদক এই তদন্ত দলের লোকজনের সঙ্গেও কথা বলেছে এবং নিশ্চিত হয়েছে রিপোর্টটি মিথ্যা বা বানোয়াট নয়।

আর এই প্রতিষ্ঠান দুটো কাগজ জালিয়াতির ঘটনাটি ঘটিয়েছিল চলতি বছরের জুন মাসে। তারপর বহু পত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। ভোরের কাগজেও ২০০২ সালের ৪ জুলাই এ বিষয়ের রিপোর্ট আছে।